১৫.১১.২০১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি " বাপদাদা " মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞান ধন দান করার জন্য বিচার সাগর মন্থন করো , এই জ্ঞান দান করার উত্সাহ থাকলে মন্থন চলতেই থাকবে । "

প্রশ্ন :- এই জ্ঞান মার্গে সর্বদা নিজেকে শক্তিশালী রাখার সাধন কি ?

উত্তর :- এই জ্ঞান মার্গে সর্বদা নিজেকে স্বাস্থ্যবান রাখতে বাবার থেকে তোমরা যে জ্ঞানের ঘাস ( মুরলী ) পেয়েছো , তা খেয়ে পরিপাক করতে হবে অর্থাত্ জ্ঞান মন্থন করতে হবে । যেসব বাচ্চাদের মন্থন করার অর্থাত্ হজম করার অভ্যাস আছে , তারা কখনও অসুস্থ হয়না । সেই সর্বদা সুস্থ থাকে যার মধ্যে কোনও বিকারের রোগ থাকে না ।

গীত :- তুমি প্রেমের সাগর , আকুল হয়েছি তোমার থেকে একবিন্দু পাব বলে .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে । দুনিয়ার মানুষ যেসব গান বানায় , যে সকল শাস্ত্র পাঠ করে শোনায় , সেসব কিছুই বুঝতে পারে না । যা কিছুই তারা পড়ে বা জেনে এসেছে তাতে কারও উপকার হয়নি বরং অপকারই হয়ে এসেছে । সবার কল্যাণকারী, একমাত্র ঈশ্বর । তোমরা বুঝতে পারছ আমাদের কল্যাণকারী বাবা এসেছেন । তিনি আমাদের কল্যাণের পথ বলে দিচ্ছেন । বিশেষত তোমাদের , ভারতবাসী বাচ্চাদের আর সাধারণভাবে সারা দুনিয়ার কাল্যাণকারী একমাত্র শিববাবা । সত্যযুগে তোমাদের সকলের সবরকম সুখ সুবিধা ছিলো , তোমরা সবাই ছিলে সুখধামে আর বাকিরা সকলে ছিল শান্তিধামে । এই কথা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে কিন্তু তারা এই পয়েন্ট ভুলে যায়, তাই পুরো ধারণা করতে পারে না । যদি একটা পয়েন্টের উপর তোমরা বিচার সাগর মন্থন করো তাহলে এমন হবে না , জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে যে বুদ্ধি থাকে আজকালের মানুষের মধ্যে সেই বুদ্ধি থাকে না । গরু যখন ঘাস খায় , তখন তা সারাদিন জাবরও কাটে । তোমরা এখানে জ্ঞানের ঘাস পাও । যোগ আর জ্ঞান । এর উপর দিনভর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । যাদের সেবা করার কোনো উত্সাহ থাকে না, তারা বিচার সাগর মন্থন করে কি করবে । যাদের কোনও উত্সাহ থাকেনা তারা কিছু করতেও চায়না । কারও আবার জ্ঞান ধন দান করার খুব উত্সাহ থাকে । মানুষ গোশালায় গিয়ে গরুকে ঘাস ইত্যাদি খেতে দেয় । এই কাজও তারা পুণ্য বলে মনে করে । বাবা তোমাদের এই জ্ঞানের ঘাস খাওয়াচ্ছেন । এই বিষয়ের উপর যদি বিচার সাগর মন্থন করতে থাকো তাহলে খুশীতে থাকতে পারবে আর সেবারও উত্সাহ থাকবে । কেউ লোটা ভরে নেয় অথবা ফোঁটামাত্রও যদি এই জ্ঞান ধন নিতে পারে, তাহলে সেও স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত হতে পারে । স্বর্গের দ্বার খোলার সময় আসন্ন । বাস্তবে এই জ্ঞান সাগর আত্মস্থ করতে হবে । কেউ এই জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে গ্রহন করতে পারে কেউ আবার এক ফোঁটা , তবুও তারা স্বর্গে যেতে পারে । আর যত ধারণ করবে ততই উঁচু পদ পাবে । এক ফোঁটা গ্রহন করলেও তোমরা স্বর্গে যেতে পারো । যখন কেউ মারা যায় তখন তার মুখে এক ফোঁটা গঙ্গাজল দেওয়া হয় । কোনও কোনও বাড়িতে সকলে গঙ্গা জলই পান করে । তারা কত গঙ্গা জল পান করতে পারবে ? গঙ্গা সবসময় বয়ে চলেছে । তাকে কেউ গিলে নিতে পারে না । তোমাদের মহিমাও গাওয়া হয় যে – সম্পূর্ণ সাগরও তোমরা পান করেছিলে । যারা জ্ঞান সাগরের কাছাকাছি আসে এবং সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে তারা রুদ্রমালায় গ্রথিত হয় । এই জ্ঞান যত গলাধঃকরণ করবে এবং অন্যের কল্যাণ করবে ততই উঁচু পদাধিকারি হবে । তোমরা যত ধারণ

করবে তোমরা তত খুশীও থাকবে । ধনবান মানুষ খুব খুশীতে থাকে তাই না । যার কাছে অগাধ ধন সম্পত্তি থাকে এবং তা' দান করে অথবা কলেজ প্রতিষ্ঠা করে , তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা বা মন্দির ইত্যাদি বানায় তারা এর জন্য অতীব খুশী অনুভব করে । এখানে তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পাও । তোমরা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী ধন ভাণ্ডার লাভ করো । যারা খুব ভালোভাবে এই জ্ঞান ধারণ করে তারপর এই জ্ঞানের দান করে, তারা খুব ভালো পদের অধিকারী হয় । কোনো কোনো বাচ্চারা বাবাকে লেখে – বাবা , আমাদের মন চায় চাকরী ছেড়ে এই রুহানী সেবায় লেগে যাই । প্রোজেক্টর এবং প্রদর্শনী নিয়ে ঘুরে ঘুরে সকলের কাছে এই জ্ঞান ধন বিতরণ করি । যদি একজনও কেউ ফোঁটামাত্র এই জ্ঞান আহরণ করতে পারে তাহলে সেও লাভবান হবে । এই সেবায় আমি অনেক উত্সাহ বোধ করি বাবা । প্রত্যেকের অবস্থা বাবা বিলক্ষণ জানেন । এই সেবার সাথে সাথে তোমাদের গুণও ধারণ করতে হবে । তোমাদের ক্রোধ বা ভুল চিন্তা ভাবনা আসা উচিত্ নয় । বিকারের কোনো রোগই তোমাদের থাকা উচিত নয় । জ্ঞানে তোমাদের শক্তিশালী হওয়া চাই । যার মধ্যে বিকার কম , বাবা তাকে বলেন সুস্বাস্থ্যবান । বাবা তার মহিমাও করেন । ভালো ভালো মহারথীদেরও মহিমা করা হয় । অসুর আর দেবতাদের লড়াইও দেখানো হয়েছে এবং সেখানে দেবতাদের জয় হয়েছে । এখন আমাদের লড়াই কিন্তু 5 বিকাররূপী অসুরের সাথে । অন্য ধরনের মানুষ কিন্তু অসুর নয় , যাদের মধ্যে আসুরিক স্বভাব আছে তাদেরই অসুর বলা হয় । একনম্বর আসুরিক স্বভাব হলো কাম বিকারের , তাই সন্ন্যাসীরাও একে ছেড়ে পালাতে চায় । এই আসুরী অপগুণ ছাড়তে অনেক পরিশ্রম লাগে । তোমাদের গৃহস্থ জীবনে থেকেই এই আসুরী স্বভাব ত্যাগ করতে হবে । পবিত্র হতে পারলে মুক্তি আর জীবনমুক্তি পাওয়া যাবে । এ কত বড় প্রাপ্তি । সন্ন্যাসীরা তো ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যায় অথচ প্রাপ্তি কিছুই হয় না । এই ছবিতে কত ভালো ভালো কথা বোঝানো আছে । দুনিয়ার মানুষ তাদের ছবির প্রদর্শনী করে । শুধুমাত্র এই ছবি দেখার জন্য কত লোক আসে । এতে লাভ কিছুই হয় না । আর এখানকার এই ছবিতে কত জ্ঞানের কথা আছে , এর থেকে তোমাদের অনেক লাভ হয় । এখানে আর্টের কোনো কথা থাকে না । যারা বানায় তাদেরও কোনও কৌশল থাকে না । আর দুনিয়ার লোকের বানানো ছবিতে তাদের নাম লেখা থাকে । যারা আর্টিস্ট তারাও অনেক পুরস্কার পায় । কেউ কেউ এতটুকু তো বোঝে যে বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে । এইটুকু বললেই প্রজা হতে পারবে । প্রজা তো অনেক তৈরী হয় । আমি হলাম জ্ঞানের সাগর । এই জ্ঞানমাত্রটুকুও যদি কেউ পায় তাহলে স্বর্গে যাওয়ার অধিকারী হয় । তোমরা বোঝো যে প্রদর্শনী , মেলাতে অনেকের কল্যাণ হয় । ঈশ্বর তো কল্যাণকারী । তোমাদেরও এখন কল্যাণ হচ্ছে । কিন্তু এতেও তোমরা বিচার সাগর মন্থন করতে থাকো । স্মৃতিতে যদি এই কথা আনো তাহলে অনেক লাভ হবে । উল্টো পাল্টা কথা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দেওয়া উচিত । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের খুব ভালো কথা শোনাচ্ছি । এক নম্বর মুখ্য কথাই হলো – যে কোনো মানুষকেই বাবার পরিচয় দাও । সকলকে বলো , এক বাবাকেই স্মরণ করো, তিনিই হলেন সবকিছু । ভক্তি মার্গে এমন অনেক ভক্ত আছে । তাদের বলো , তোমরা তো এই ভক্তি খুব ভালোভাবে করো । তোমরা আঙুল দিয়েও ইশারা করে বলো যে সবকিছুই পরমাত্মা করেন । তিনি সবার কল্যাণকারী এবং তিনি ওপরে থাকেন । তোমরা আত্মারাও তো ওখানেই থাকো । এই সমস্ত জ্ঞানের কথা তোমরা এখন বুঝতে পারছো । বাবা বলেন , বাচ্চারা এখন তোমাদের এই কাপড় ( শরীর ) নষ্ট হয়ে গেছে । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে তোমাদের এই বস্ত্র বা শরীর কত সুন্দর ছিলো । এখন এই নষ্ট কাপড় কতদিন পড়বে । কিন্তু এই কথা কেউই বুঝতে পারে না । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে – এই জ্ঞানদাতা একমাত্র বাবা । তিনি হলেন সাগর । যে সাগর সম্পূর্ণ

পান করতে পারে – সেই বিজয় মালার দানা হয়ে যায় । সে সবসময় এই সেবাকাজের জন্য তত্পর থাকে । বাবা আসেনই এই রুদ্র মালা বানাতে । তারপর সকলকে ফিরে যেতে হবে । যেখান থেকে তোমরা এসেছো নম্বর অনুসারে আবার সেখানেই তোমরা ফিরে যাবে । আগে বা পিছে কিন্তু যাওয়া যাবে না । কোনো নাটকে কোনো অভিনেতার অভিনয় তার সময় অনুযায়ীই হয় । আর এই বিশ্ব নাটকে যে সব অভিনেতারা আছে তারা তাদের নম্বর অনুসারে নিজের – নিজের সময় অনুযায়ী আসতে থাকবে । এইভাবেই এই বেহদের নাটক তৈরী হয়েছে । ব্রহ্ম তে আমরা আত্মারা বিন্দু রূপে থাকি । সেখানে আর অন্য কি হবে । কোথায় বিন্দুরূপী আত্মা আর কোথায় এতো বড় শরীর কত তফাত । আত্মা কত অল্প জায়গা নেয় । আর ব্রহ্ম মহতত্ব কত বড় । যেমন মহাকাশের কোনো শেষ নেই , তেমনি ব্রহ্ম মহতত্বেরও কোনো শেষ নেই । মানুষ কত চেষ্টা করে এর শেষ খুঁজে পাবার জন্য , কিন্তু মাথা খুঁড়লেও এর শেষ মানুষ খুঁজে পায় না । এমন কোনো জিনিসই নেই যাকে ধরে এর পার পাওয়া যাবে । সায়েন্সের কত জেদ বার করার কিন্তু কিছুই লাভ নেই । এই কথা মানুষ শুনেছে না – আকাশই আকাশ , পাতালই পাতাল । মানুষ ভাবে যে চাঁদে নতুন দুনিয়া হবে । এও নাটকে তাদের পার্ট আছে । এতেও কিছুই লাভ নেই । বাবা এসেই আমাদের নতুন বিশ্বের মালিক বানান । তাতেই আমাদের কত লাভ । বাকি চাঁদেই যাও আর ছু মন্ত্র দিয়ে ভূতই বের করো ....এতে কি লাভ । এখন আমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের বর্সা বা সম্পত্তি নিচ্ছি । কল্প কল্প এই সম্পত্তি আমরা নিয়ে এসেছি । এই পৃথিবীর ইতিহাস আর ভৌগলিক অবস্থান রিপিট হতে থাকে । এই চক্রও বারে বারে ফিরতে থাকে । এই দুনিয়াতে প্রথমে একমাত্র ভারতই ছিলো । ভারতবাসীরাই এই বিশ্বের মালিক ছিলো । সেখানে দেবতাদের অন্য কোনো খণ্ডের কথা মনেই থাকে না । এতো পরে বৃদ্ধি পেতে থাকে । নতুন নতুন ধর্মস্থাপক এসে তাদের নিজেদের ধর্ম স্থাপন করেন । তারা তো কোনো সদ্গতি করান না কেবলমাত্র ধর্মস্থাপন করেন । তাদের কি আর গায়ন হবে । তাঁরা মুক্তিধাম থেকে আসে তাঁদের অভিনয় করার জন্য । মানুষ বলে যে তাঁরা মোক্ষ পাবার জন্য এসেছে । মানুষ বলে যে , তাঁরা এই অবগমনের চক্রে কেন আসে ! কিন্তু এই চক্রে তো আসতেই হবে ।পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে আবার ফিরেও যেতে হবে । এ হলো পূর্ব নির্ধারিত একটি নাট্যচক্র । লাখো বছরের নাটক তো আর হয় না । এ হলো প্রকৃতির অনাদি নাটক , একে বলা হয় ঈশ্বরের আশ্চর্য অনাদি সৃষ্টি । রচনা আর রচয়িতার এই আশ্চর্য অনাদি সৃষ্টিকে জানতে হবে । এমন কোনো মানুষই নেই যারা এই সৃষ্টিচক্রকে জানবার জন্য বসে বসে পুরুষার্থ করে । এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ফিরছে এই খেয়াল তাদের আসেই না । সবথেকে পুরোনো ছবি হলো শিবলিঙ্গের । ঈশ্বর এসেছেন তাই তাঁর স্মরণে এই লিঙ্গ বানানো হয় । প্রথমে যখন শিবের পূজা শুরু হয়েছিলো তখন হীরের লিঙ্গ বানানো হতো । তারপর যখন ভক্তি রজো এবং তমো হয়ে যায় তখন পাথরের লিঙ্গও বানানো হয় । শিববাবা তো হীরের নয় । শিববাবা হলেন এক বিন্দুরূপ, পুজো করার জন্য মানুষ তাঁকে বড় বানায় । তারা ভাবে যে আমরা হীরের শিবলিঙ্গ বানালাম । সোমনাথের এতো বড় মন্দিরে যদি একটা বিন্দু রাখা হয় তাহলে মানুষ বুঝতেই পারবে না । বাবা বোঝান যে – ভক্তিমার্গে কি কি না হয় । বিজ্ঞানীরা তো আবিষ্কার করতেই থাকে । কত ভালো ভালো জিনিস তারা আবিষ্কার করে । বিনাশ হওয়ার জন্যও তারা আবিষ্কার করতে থাকে । আগে কি বিদ্যুতের আলো ছিলো ? তখন মাটির প্রদীপ জ্বালানো হতো। বাবা বোঝান যে মিষ্টি – মিষ্টি বাচ্চারা অল্পেই খুশী হয়ে যেও না । এই জ্ঞান ভালো করে ধারণ করার জন্য জ্ঞান সাগরকে পান করো । যারা এই সেবাকাজ ভালোভাবে করবে তারা খুব ভালো পদ পাবে । দিনভর যেন তোমাদের খুশির পারা উঁচুতে থাকে । এই দুনিয়া হলো ছি – ছি । এখন এখান থেকে যেতে হবে । পুরোনো দুনিয়া তো শেষ হয়েই যাবে । তার জন্য প্রস্তুতিও চলছে । অল্প দিনই

বাকি আছে , এই সময়ের মধ্যে তোমাদের কত সার্ভিস করতে হবে । কেবলমাত্র ভারতেই নয়, বিলেতের বিভিন্ন জায়গায় তোমাদের ঘুরতে হবে । কাগজের দ্বারা বিলেতের বিভিন্ন কোণে পর্যন্ত খবর পৌঁছে যাওয়া চাই । এই সিঁড়ির ছবি দেখে সবাই চট্ করে বুঝতে পারবে । বাবা আসেনই বাচ্চাদের আবার নতুন করে স্বর্গবাসী বানানোর জন্য । বরাবর লক্ষ্মী নারায়ণ এই ভারতেই রাজত্ব করে গেছেন । ভারত প্রাচীন দেশ এই মহিমাতো অনেক আছে । অনেকেই এই মহিমা করে যে ভারত এমন ছিলো , ভারতে এমন পবিত্র দেবীরা ছিলেন । তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ পাই । বাবা খুবই সাধারণভাবে আমাদের পড়ান । দেখানো হয় যে দ্রৌপদীর পা টিপে দিয়েছিলো কিন্তু এমন কিছুই হয় নি । বাবা বলেন যে বাচ্চারা ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেতে খেতে তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছো । এখন আমি তোমাদের সেই ক্লান্তি দূর করছি । তোমরা হোঁচট খেতে খেতে পতিত হয়ে গেছ । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের এই ক্লান্তি দূর করছি । এরপর তোমরা কখনোই আর দুঃখের মুখ দেখবে না । সামান্যতম দুঃখও তোমাদের জীবনে থাকবে না । আর বাদবাকি তোমাদের পুরুষার্থ করে তোমাদের উঁচু পদ পেতে হবে । ভালো পদ পেলে তোমরা তো এই কথাই বলবে যে – পূর্বজন্মে কোনো ভালো কাজ করেছিলাম । এই ধরনের গায়ন তো আছেই । কিন্তু কেউই জানে না যে , এরা কবে পুরুষার্থ করে এই পদ পেয়েছিলো । এখন বাবা তোমাদের এই ধরনের কাজ শেখাচ্ছেন । বাবা তোমাদের বলছেন , ভালো কাজ করে তোমরা উঁচু পদ পাও । এখানে মানুষের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায় । সেখানে তো স্বর্গ । তাই সেখানে কর্ম অকর্ম হয়ে যায় । এখানকার এই জ্ঞান ওখানে থাকে না । বাবা বলেন যে – কর্মের গতি আমি জানি । এই সময় তোমরা যে ভালো কাজ করবে তার ফল তোমাদের ভালোই হবে । এ হলো কর্মক্ষেত্র । কেউ কেউ খুব ভালো কাজ করে । আবার কেউ কেউ আছে যাদের সার্ভিসের নেশা লেগে থাকে । বাবাকে তোমরা জিজ্ঞেস করো যে আমাদের মধ্যে কোনো খামতি আছে কি ? না , সার্ভিস যতটা করতে পারবে ততটাই করবে । আসতে আসতে এই সেবা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । যারা সেবা করবে তারাও আসতে আসতে এগিয়ে আসবে । মনে তোমাদের এই আশ্বাস আছে যে – আর অল্প কিছুদিন বাকি আছে । এখন এমন পুরুষার্থ করতে হবে যাতে ওখানেও উঁচু পদ পাওয়া যায় । বাবা এই জ্ঞানের ঘাস খাওয়ান, বলা হয় যত এর মন্থন করবে তত ধারণা পাকা হয়ে যাবে । খুশীর পারদও চড়তে থাকবে । অনেক সেবা করতে হবে, অনেককে খবর দিতে হবে । তোমরা পয়গম্বরের বাচ্চা পয়গম্বর । একদিন বড় কাগজেও তোমাদের ছবি বের হবে । বিদেশেও তো এইসব ছবি যায় । ছবি দেখেই বুঝতে পারবে এই জ্ঞান গড ফাদারই দিয়েছেন । বাদবাকি "মনমনাভব" হবার জন্যই পরিশ্রম করতে হবে । ভারতবাসীরাই এই পরিশ্রম করে । আচ্ছা ।
মিষ্টি – মিষ্টি সিকিলধে/হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

1) বাবা যে ভালো ভালো কথা তোমাদের শোনান, তার উপর বিচার সাগর মন্থন করে অনেকের কল্যাণকারী হতে হবে । উল্টো – পাল্টা কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দিতে হবে ।

2) কোনো আসুরিক স্বভাব থাকলে তা ত্যাগ করতে হবে । বাবা যে জ্ঞানের ঘাস খাওয়ান তা সবসময় মন্থন করতে হবে ।

বরদান :- লাইট হাউসের স্থিতির দ্বারা পাপ কর্মকে সমাপ্ত করে পুণ্য আত্মা হও । যেখানে লাইট থাকে সেখানে কোনো পাপ কর্ম হয় না । তাই সর্বদা লাইট হাউসের স্থিতিতে থাকলে মায়া কোনো পাপ কর্ম করাতে পারবে না, সর্বদার জন্য পুণ্য আত্মা হতে পারবে । পুণ্য আত্মা সংকল্পেও কোনো পাপ কর্ম করতে পারে না । যেখানে পাপ হয় সেখানে বাবার স্মরণ থাকে না । তাই দৃঢ় সঙ্কল্প করো যে আমি পুণ্য আত্মা, পাপ আমার সামনে আসতেই পারবে না । স্বপ্ন বা সংকল্পেও কখনও পাপকে আসতে দিও না ।

স্লোগান :- যে জীবনের প্রতিটি দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখতে পারে, সেই সর্বদা হাসিমুখে থাকতে পারো।